চন্দনা চক্রবর্তী

জন্ম: ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ইং।

চন্দনা চক্রবর্তী—শব্দ ও অনুভবের নিবেদিত এক সাধিকা। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ তাঁকে নিয়ে এসেছে কাব্য ও কথাসাহিত্যের এক অপার ভুবনে। নিজস্ব ভাবনার দীপ্তি ও লেখনীশক্তিতে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন একজন মননশীল লেখক ও সম্পাদক হিসেবে। তিনি ইতোমধ্যে ১০-১২টি যৌথ কাব্যগ্রন্থ এবং একাধিক সাহিত্য ম্যাগাজিনে লেখক হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে একাধিক সম্মিলিত কাব্যগ্রন্থ, যা সাহিত্যাঙ্গনে পেয়েছে প্রশংসা ও পাঠকের ভালোবাসা। ২০২৬ সালের একুশে বইমেলায় ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তাঁর প্রথম উপন্যাস “নিজস্ব পথ”—একজন নারীর আত্মপ্রত্যয়ের অনন্য গল্প, যা নারীর আত্মঅন্বেষণের সাহসী সুর বয়ে আনে। এছাড়াও তাঁর একক কাব্যগ্রন্থ “স্বপ্নের বেলকনি” ইতোমধ্যেই পাঠক হৃদয়ে কাব্যিক ছাপ ফেলেছে। সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি পেয়েছেন আন্তর্জাতিক সাহিত্য বাতায়ন-এর “সাহিত্যরত্ন” ও “বর্ষসেরা লেখক” উপাধি, স্বপ্ননীল সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক “সেরা কাব্যগ্রন্থের” অ্যাওয়ার্ড, স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ থেকে স্বর্ণপদক, বীর চট্টলা কাব্য পরিষদ এবং উদয় জনকল্যাণ সংস্থা থেকে সম্মানসূচক ক্রেস্ট ও সনদ, সহ একাধিক সাহিত্য-সম্মাননা ও স্মারক। এইসব অর্জন তাঁর সৃজনশীল অভিযাত্রাকে আরও ঋদ্ধ করেছে। চন্দনা চক্রবর্তী বিশ্বাস করেন—লেখা কেবল প্রকাশ নয়, বরং আত্মার স্পন্দনকে শব্দে রূপ দেওয়ার এক শিল্প। সেই শিল্পের সাধনায় তিনি নীরবে, অবিচল থেকে নির্মাণ করে চলেছেন নিজের সাহিত্যিক স্বর।

মুঠোভরা গল্প

সম্পাদনায়-
মোঃ দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া
চন্দনা চক্রবর্তী

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়ঃ

আন্তর্জাতিক সাহিত্য বাতায়ন (আসাবা), লাকসাম

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উ ৎ স র্গ

আমরা এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি—
সেই সব অনামা গল্পকারদের,
যাঁরা হয়তো আজও প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন।
তাঁদের কলম থেমে নেই, থামবেও না;
এই “মুঠোভরা গল্প” সংকলন তাঁদের সকলের প্রতি আমাদের
ভালোবাসার শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভূমিকা

আমাদের চারপাশের জীবন, ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গল্পে। কিছু গল্প বড় হয়, কিছু ছোট, আবার কিছু একেবারে নিঃশব্দে থেকে যায় মানুষের চোখের আড়ালে। তবুও প্রতিটি গল্পে লুকিয়ে থাকে হৃদয়ের টান, জীবনের সত্য আর অনুভবের গভীরতা। এইসব ছোট ছোট অথচ গভীর অনুভবের গল্পগুলোই আমরা ধরার চেষ্টা করেছি "মুঠোভরা গল্প" নামের এই যৌথ অনুগল্প সংকলনে।

অনুগল্প সাহিত্যজগতে একটি স্বতন্ত্র ও জনপ্রিয় ধারায় পরিণত হয়েছে, যেখানে অল্প শব্দে, অল্প সময়ে পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে একটি সম্পূর্ণ গল্প। এই সংকলনে অংশগ্রহণকারী লেখকরা সেই দক্ষতায় সমৃদ্ধ, তারা জীবনের নানা রঙ, সম্পর্কের টানাপোড়েন, সমাজের বাস্তবতা কিংবা নিভৃত কোন অনুভবকে নিখুঁতভাবে মুঠোয় বেঁধে এনেছেন একেকটি গল্পে। কখনো কোনো চরিত্র আমাদের ভাবায়, কখনো কোনো দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় নিজেদের কোনো অতীত।

"মুঠোভরা গল্প" কেবলমাত্র গল্পের সংকলন নয়, বরং এটি একটি অনুভবের সমাবেশ, যেখানে পাঠক জীবনের টুকরো টুকরো বাস্তবতা খুঁজে পাবেন নিজের মতো করে। সময়ের অভাবেও যেন পাঠক একটি সম্পূর্ণ গল্প পড়তে পারেন, ভাবতে পারেন, সেই ভাবনা থেকেই এই সংকলনের জন্ম।

এই বইয়ের প্রতিটি গল্প একেকটি ভিন্ন জগতের দরজা খুলে দেবে- কখনো তা হাসাবে, কখনো ভাবাবে, আবার কখনো কাঁদিয়ে যাবে নিঃশব্দে। এই প্রচেষ্টার সফলতা নির্ভর করছে পাঠকের ভালোবাসা ও পাঠে অংশগ্রহণের উপর।

আপনাদের হাতে এই 'মুঠোভরা' গল্পগুলো পৌঁছাক বারবার এই কামনায়,

— সম্পাদক
চন্দনা চক্রবর্তী

সূ|চি|প|ত্র

গল্পকারের নাম	পৃষ্ঠা নং
মোঃ দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া	**৬ – ১৪**
নীল কমল গাঙ্গুলী	১৫ – ১৬
সাজিয়া আফরিন	১৭ – ১৮
মুহাম্মদ নুরুল কবির করিমী	১৯ – ২৪
মল্লিকা দাস	২৫
কবি বাসুদেব সরকার	২৬
চিকিৎসক মাহাবুব দিদার	২৭ – ২৮
আই এফ এম সেলিম	২৯ – ৩২
মিতা ঘোষ	৩৩ – ৩৫
ফরিদা আখতার মায়া	৩৬ – ৩৭
বিপ্লব সাহা	৩৮
সৈয়দ মোহাম্মদ ইলিয়াস	৩৯ – ৪৩
চন্দনা চক্রবর্তী	৪৪ – ৪৮

উপক্রম

ভাসানী ও প্রদীপ দুই বন্ধু। লাকসাম রেলওয়ে জংশনের পাশেই একজনের বাড়ি। প্রদীপ রেলওয়ে থানার ওসি খিতিষ বাবুর ছেলে, থাকে রেলওয়ে কোয়ার্টারে। দুই বন্ধু প্রায় প্রতিদিনকার মতো ভোর বেলায় আজও রেলওয়ে প্লাটফর্মে গেলো ঘুরতে। নাওটি রেলস্টেশনের কাছে বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। তাই চট্টগ্রাম থেকে সিলেটগামী উদয়ন এক্সপ্রেস হাসানপুর লুপ লাইনে অবস্থান করছে। লাকসাম জংশন ট্রেনের অনেক যাত্রী। দুই বন্ধু জংশনের শেষ মাথায় একটি খালি বেঞ্চে বসলো। সোলার ল্যাম্পপোস্টের অস্পষ্ট আলোয় একজন বয়স্ক লোকের ছায়ামূর্তি তাদের দৃষ্টিগোচর হলো। ট্রেন লাইনচ্যুতির খবর পেয়ে আজ অনেক আগেই তারা জংশন এসেছে। লোকটি তাদের পাশে বসলো। লোকটি চাঁদপুর থেকে এসেছেন, যাবেন সিলেট। ট্রেন কখন আসবে কোন নিশ্চয়তা না থাকায় লোকটির কপালে হতাশার ভাঁজ পড়েছে।

লোকটি দুই বন্ধুর সাথে অনেক গল্প করলো। তারা তিন জনেই অনেক আপন হয়ে গেলো। লোকটির কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে সে অনেক জ্ঞানের অধিকারী।

লোকটি দুই বন্ধুকে বললো মনে করো তোমাদের দুই বন্ধুকে দুইটি মঙ্গল গ্রহ সদৃশ গ্রহের বাদশা বানিয়ে দেওয়া হলো। জনবসতি পূর্ণ সেখানকার রাষ্ট্রগুলোকে পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো। একটি ভাসানী গ্রহ, আরেকটি প্রদীপ গ্রহ। ভাসানী তার অধিনে থাকা গ্রহের রাষ্ট্র প্রধানদের বুঝাতে সক্ষম হলো, আমরা কেউ কাউকে ঠকাবোনা, জনগণ ও তাই করবে,তাতে করে সবার লাভ, কোনো লোক প্রতারিত হবেনা ঠকবেনা। রাষ্ট্রগুলো একটি আরেকটিকে ঠকায়না, প্রতারণা করেনা। মানুষ হয়ে মানুষকে ঠকানোর কোনো চিন্তা কারো মাঝে নেই। জনগণ ও সেই ভাবে চলে, তাতে করে চোর ধরার কোনো যন্ত্র সেখানে প্রয়োজন হয় না। সেখানে চুরি করার মানসিকতা সেই গ্রহের কারো মাঝেই নেই। সেই গ্রহের সবাই শান্তিপূর্ণভাবে দিন যাপন করে।

অপরদিকে প্রদীপ গ্রহের প্রদীপ বাদশা আমেরিকান স্টাইলে রাষ্ট্রগুলোকে শাসনকরতে লাগলো। নিজের পক্ষের সাফাই গাওয়া রাষ্ট্র এবং লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করলো। সঠিক বলা লোকদের দমন পীড়ন করলো। তাতে করে স্বার্থ নিয়ে চলা লোকজন নিজেদের হীনস্বার্থে কাজ করতে লাগলো। দুধ বিক্রেতা দুধে পানি মিশিয়ে মাছ বিক্রেতার কাছে বিক্রি করলো। মাছ বিক্রেতা চলে যেতেই মুচকি হেসে চিন্তা করলো আজ মাছ বিক্রেতাকে বোকা বানানো হয়েছে। পরেরদিন দুধ বিক্রেতা সেই মাছ বিক্রেতার কাছে মাছ কিনতে গেলো। মাছ বিক্রেতা ফরমালিন মেশানো মাছ দুধওয়ালাকে দিলো। দুধওয়ালা চলে যেতেই মাছওয়ালা মুচকি হেসে চিন্তা করলো আজ দুধওয়ালাকে বোকা বানানো হয়েছে। সেই গ্রহে সবাই খুশি অন্যকে বোকা বানাচ্ছে। এভাবে সবাই ঠকের চক্রের মাঝে পড়ে রইলো। ঠক বিরোধী সংস্থা দিয়েও কোনো কাজ হলোনা।

লোকটির কথা বলা শেষ হলে, ভাসানী হক বললো বর্তমান পৃথিবীতে আমরা কিভাবে শান্তি আনতে পারি? লোকটি বললো আমরা শান্তি আনতে পারি নিম্নোক্তো “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সাঃ)” “আল্লাহ এক আর কোনো মাবুদ নেই। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল” কালেমা মানার পরই মিথ্যা বলা ছেড়ে দেওয়া, অন্যায় অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা। পরকালে আল্লাহ দেখবেন মানুষ দুনিয়ার পরীক্ষায় কতটুকু ভালো অর্জন নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হয়েছে। সবাই যদি ভালো কাজের জন্য, মন্দ ছেড়ে ভালো অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে তবেই পৃথিবীতে শান্তি আনা সম্ভব। দুই বন্ধু লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। দুই বন্ধু সিদ্ধান্ত নিলো, যতদিন বেঁচে থাকবে, মানুষকে ভালো কাজের জন্য উৎসাহিত করবে, মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে এবং অন্যদেরকেও এমনটা করার জন্য বলবে।

আন্তর্জাতিক সাহিত্য বাতায়ন (আসাবা)
লাকসাম, কুমিল্লা
স্থাপিত: ২০২১ খ্রিঃ
লিখতে হলে পড়তে হবে

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্র কা শ নী

Website: www.ichchashakti.com